আপনার

যাকাত

লাখো পরিবারে এনেছে

সুস্থতা-সচ্ছলতা

কোয়ান্টাম

quantummethod.org.bd

Quantum Method [Official]

zakat.
quantummethod.org.bd

অতএব (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা আল্লাহর করুণাসিক্ত হতে পারো।
(২৪:৫৬)

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র, পরিশুদ্ধ বা বৃদ্ধি করা। নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা বা সমমানের নগদ অর্থ এক চান্দ্র বছর জমা থাকলে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ। আর যাকাতের অর্থ শরিয়তসম্মতভাবে আদায় না করলে পুরো সম্পদই মুমিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়।

যাকাতের মূল লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচ্ছল এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে গতিময় করে তোলা। তাই যাকাতের অর্থ একত্র করে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। এ কাজটিই করছে কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম।

এক চান্দ্র বছর প্রয়োজনের অতিরিক্ত **৬৩,০০০ টাকা** (রুপার বর্তমান বাজার দর হিসাবে) জমা থাকলে তার ওপর যাকাত ফরজ।

যাকাত তো শুধু (এক) দরিদ্র (ফুকারাহ), (দুই) অক্ষম (মাসাকিন), (তিন) যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী, (চার) যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, (পাঁচ) মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে, (ছয়) ঋণজর্জরিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে, (সাত) আল্লাহর পথে (জনকল্যাণমূলক কাজ, ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে) এবং (আট) মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করা যাবে। (যাকাতের অর্থ ব্যয়ে) এটাই আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯:৬০)

ফুকারাহ ও মাসাকিন বলতে অক্ষম, বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, এতিম, বিধবা, দুস্থ নারী ও প্রবীণ, কারাবন্দি ও তার পরিবার, বেকার, গৃহহীন মানুষ, অর্থাভাবে বিয়ে করতে অক্ষম নারী-পুরুষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, ওষুধপথ্য ও জরুরি চিকিৎসা করার সামর্থ্য নেই এমন মানুষ।

কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমের অর্থে পরিচালিত সেবা কার্যক্রমের একাংশ

মো. আমিন (১০)। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করায় পেটের দায়ে এখন আমিনের মা দিনমজুর। সামান্য আয়ে তিন সন্তানের অন্নের জোগান দিতে হিমশিম অবস্থা, পড়াশোনা তো দূরের ব্যাপার! এসময় তিনি আমিনকে ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করান। মাদ্রাসার কর্মীরা দেখলেন, আমিনের কণ্ঠনালিতে সমস্যা। কথা অস্পষ্ট! হাফেজ হবে কীভাবে! শুরু হলো স্পিচ থেরাপি, হিলিং ও চিকিৎসা। এখন তার আরবি উচ্চারণ অনেক স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর। আমিনের মতো শিশুদের মমতা দিয়ে কোরআনে হাফেজ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রিয় দাতা, এর নেপথ্য নায়ক আপনারাই!

ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসায় কোরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে বেড়ে উঠছে ছেলেশিশুরা।

ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও বান্দরবানে সামর্থ্যহীন গর্ভবতী ও প্রসূতির জন্যে পরিচালিত হচ্ছে

মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম

এ কার্যক্রমে চিকিৎসা ও পুষ্টি সহায়তা পেয়ে

৫৭,১৭৫ জন

দুস্থ প্রসূতি সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন

কুলসুমারা বেগম (৮০)।
পরিজনহীন অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায়। অচেতন ও এক পা ভাঙা অবস্থায়। এখন তার আশ্রয় হয়েছে বান্দরবানের রাজবিলায় আশ্রয়মমে। এখানে আন্তরিক সেবাযত্নে তিনি সুস্থ হয়েছেন। ফিরে পেয়েছেন চলৎশক্তি।

রাজশাহীর সুরাতন বেওয়া (৮২)।
স্ট্রোক করে ৩ বছর ধরে প্যারালাইজড।
তার চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য সন্তানদের নেই।
হুইল চেয়ারের অভাবে দিনের পর দিন এক জায়গায় শুয়ে থাকতে হতো। তাকে একটি হুইল চেয়ার কিনে দেয়া হয়।
এখন বৃদ্ধার জীবন অনেকটা সহজ হয়েছে।

৭,০৯,১৯০ জন
দরিদ্র রোগী চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন

১২, ৫৬১ জন
দরিদ্র গৃহকর্মী চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন

৩,৭০৬ জনের
ছানি অপারেশনসহ সারাদেশে চক্ষু চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন
২০,২১১ জন

কোয়ান্টাম
পরিবারের সদস্য ও
শুভানুধ্যায়ীদের দান, শ্রম ও
সহযোগিতায় পরিচালিত হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের সকল কার্যক্রম।
শিক্ষা, ক্রীড়া ও মেধাভিত্তিক কার্যক্রমে ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে এর শিক্ষার্থীরা।

চার শতাধিক
মেয়েশিশু রয়েছে
কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও
কলেজে। যত্ন ও মমতা
দিয়ে ওদের গড়ে তোলা
হচ্ছে প্রযুক্তিদক্ষ,
নৈতিক ও
মানবিক মানুষ
হিসেবে।

আপনার দানের অর্থে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে
আড়াই সহস্রাধিক সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।
এদের **২২৫ জন** উচ্চশিক্ষার জন্যে ভর্তি হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েটে।

এ-ছাড়াও
সারাদেশে
৩,১১৩ জন
মেধাবী অসচ্ছল
শিক্ষার্থীকে
শিক্ষাবৃত্তি
দেয়া হয়েছে

২০১৫ সাল থেকে
ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে
পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সন্তানদের
স্কুল আদর্শ বিদ্যাপীঠ-এর
ব্যয় বহন করছে কোয়ান্টাম।
এ পর্যন্ত স্কুলের
১,৯৬৫ জন
শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার
খরচ দেয়া হচ্ছে।

গাইবান্ধার হতদরিদ্র রমজান আলী (৭২)। উত্তরবঙ্গের তীব্র শীতে করুণ অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। তাকে কম্বল পৌঁছে দেয়া হয়। শীত থেকে বাঁচার অবলম্বন পেয়ে হাসি ফুটেছে তার মুখে।

১,৭৬,৯৮১টি
শীতবস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে

ফেণী

দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্বলহীন
৩,২২৭টি পরিবারকে
বাড়ি তৈরি করে দেয়া হয়েছে

২০২৪-এর বন্যায়
৩,১২৫টি পরিবারকে
ত্রাণ দেয়া হয়েছে

পারুল (৫২)। স্বামী পরিচ্ছন্নতা কর্মী। বয়স্ক এ দম্পতি শীত-গ্রীষ্মে নিদারুণ কষ্টে জীবনযাপন করতেন। তাদের একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়। বৃদ্ধ বয়সে এমন ঘর পেয়ে অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে তাদের।

এ পর্যন্ত মোট
২৩,০৫০টি পরিবারে
বিভিন্ন দুর্যোগে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

আব্দুর রহমান শিকদার (৫৪)। শারীরিক প্রতিবন্ধী। হুইল চেয়ারে স্ত্রীর সাহায্যে চলাফেরা করেন। পরিবারের আয়ের উৎস ছোট দোকানটি অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম থেকে তাকে দোকানের মালামাল কিনে দেয়া হয়। এখন তারা ভালো আছেন।

অসচ্ছল থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ২০২৪ সালে
বিনামূল্যে ২,১৫৬ ব্যাগ
স্বল্পমূল্যে ৭,৬০৩ ব্যাগ
রক্ত সরবরাহ করা হয়েছে

৬৬৭ জনকে
সেলাই প্রশিক্ষণ

৫১৫ জনকে
সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে

বগুড়ার তাছলিমা খাতুন (৩২)। স্বামী কৃষক। দারিদ্র্যের কষাঘাতে ভাবছিলেন দুই মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন। এসময় তাকে সেলাই মেশিন কিনে দেয়া হয়। সেলাইয়ের কাজ করে সংসার খরচ ও মেয়েদের পড়ালেখা দুটোই চালিয়ে নিতে পারছেন।

মো. দুলাল মিয়া (৩৮) অটোচালক। মহাজনের অটো ভাড়া মিটিয়ে ৬ সদস্যের পরিবার আর টানতে পারছিলেন না। তাকে একটি অটো কিনে দেয়া হয়। এখন উপার্জন বেড়েছে। পরিবারে এসেছে সচ্ছলতা।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী উজ্জল গাজী (২২)। খুলনার দৌলতপুর কলেজে ইতিহাস নিয়ে স্নাতক ২য় বর্ষে পড়ছেন। অর্থাভাবে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যাকাত কার্যক্রম থেকে শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে এখন পড়ালেখা চালিয়ে নিতে পারছেন। সংসারের হালও ধরেছেন।

স্বনির্ভরায়ন
প্রকল্পের আওতায়
সারাদেশে
৩৬,২২৪ জনকে
স্বাবলম্বী হতে
সাহায্য করেছে
কোয়ান্টাম

রাজশাহীর ছোটবন গ্রাম মোড়ের মো. টুটুল (৩৮)। বেকারত্বের কারণে পরিবার নিয়ে নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। যাকাত কার্যক্রম থেকে অর্থ সহযোগিতা পেয়ে তিনি সবজি ও মাটির তৈজসপত্রের দোকান দিয়েছেন। হালালভাবে উপার্জন করে সপরিবারে ভালো আছেন।

নাটোরের জাহিদ হাসান (৩০) পরিবারের বড় ছেলে। কোচিংয়ে শিক্ষকতা করে সংসার চালাতেন। ২০২৩-এ তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। উপার্জন বন্ধ, চিকিৎসার খরচ জোগাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এসময় তার পাশে দাঁড়ায় কোয়ান্টাম। ঋণমুক্তির পাশাপাশি আবার কোচিংয়ে পড়ানো শুরু করেছেন তিনি। পরিবার নিয়ে ভালো আছেন।

যাকাত হিসাব

আপনার যাকাত হিসাব করতে স্ক্যান করুন

Zakat Calculator

রিকশাচালক আজিজার রহমান (৭৬)। তিন মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বধির স্ত্রী ও পঙ্গু বোনকে নিয়ে সরকারি জমিতে থাকেন। একমাত্র অবলম্বন রিকশার ব্যাটারি নষ্ট হওয়ায় অর্ধাহারে দিন কাটছিল। তাকে নতুন ব্যাটারি কিনে দেয়া হয়েছে। এখন তিনি উপার্জনক্ষম।

মো. রাজ্জাক (৭৪)। বর্ষায় ভিটেবাড়ি ধসে যায়। হতদরিদ্র অবস্থায় অসুস্থ স্ত্রী ও নাতি-নাতনিসহ উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরছিলেন। তাকে টিনের নতুন ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। পরিবারের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হয়েছে।

রংপুরের দীপা খন্দকার (২৮)। স্বামীর উপার্জনে সংসার চলত না। কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম থেকে দেয়া সেলাই মেশিনে ভাগ্য বদলেছে তার। সেলাইয়ের কাজ করে তিনি এখন স্বাবলম্বী।

হেলেনা খাতুনের (৩৪) স্বামী দিনমজুর। ঋণ করে চায়ের দোকান শুরু করেছিল। এরপর কিস্তির চাপে দোকান বন্ধ হওয়ার উপক্রম! কোয়ান্টাম থেকে তাকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হয়। ঋণ শোধ করে দোকানের জন্যে নতুন মালামাল কিনে ভালো উপার্জন করছেন তারা।

মুহাদ্দিসা আসমা (রা) হাফেজিয়া মাদ্রাসায় কোরআন হিফয করছে বঞ্চিত পরিবারের মেয়েশিশুরা।

নুসফাতুল জান্নাত (৭)। বাবা নিখোঁজ। মা-র আলাদা সংসার। আপন বলতে একমাত্র বৃদ্ধা নানি। নুসফা যখন মাদ্রাসায় এলো, দেখে মনে হতো, সবসময় একটা আতঙ্ক তাকে তাড়া করছে! মাদ্রাসায় একবছরে সবার মমতায় সমস্ত আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠে সে। এখন নুসফা প্রাণবন্ত একটি শিশু। সে আমপারা মুখস্থ বলতে পারে।

আপনার যাকাতের অর্থ পাঠাতে

A/C # 3556-102-000044,
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, পূবালী ব্যাংক লি., ইসলামিক উইন্ডো, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ
প্রবাসীদের জন্যে— SWIFT : PUBABDDH201
ROUTING NUMBER : 175275357

যাকাতের অর্থ সারাদেশে কোয়ান্টাম অফিসে সরাসরি দানের পাশাপাশি আপনি অনলাইনেও পাঠাতে পারেন
donate.qm.org.bd

01315-393646
বিকাশ ও নগদ
Payment/
Merchant payment
Counter No-1

**সেবাকাজের সকল তথ্য ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত*

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১ , ৪৮৩১৩৯৭৭, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৩২৯-৭৪৬৬০৫
E-mail : info@quantummethod.org.bd
কাকরাইল : ২২২২২৫৭৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮, ০১৩২৯-৭৪৬৬১০

বনশ্রী	: ০১৩২৯-৭৪৬৬২০	চট্টগ্রাম	: ০১৩২৯-৭৪৬৭০০	রাজশাহী	: ০১৯১৪-৯৯৯৪৪৬
শাহবাগ	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৪৬	সিলেট	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৮১	মিরপুর	: ০১৮৭০-৭২৫৯২১
মতিঝিল	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৩০	কুমিল্লা	: ০১৩২৯-৭৪৬৭২০	যাত্রাবাড়ী	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৪৫
ধানমণ্ডি	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৩৪	খুলনা	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৭৪	মোহাম্মদপুর	: ০১৩২৯-৭৪৬৬২২
উত্তরা	: ০১৩২৯-৭৪৬৬২৮	যশোর	: ০১৭৫০-০১৪৪৪৭	বগুড়া	: ০১৭৮২-০৪৭১৭৮
বনানী	: ০১৩২৯-৭৪৬৬২৬	বরিশাল	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৭৯	রংপুর	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৬৭

কোয়ান্টামম ॥ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ
বোধিছড়া, কেয়াজুপাড়া, সরই, লামা, বান্দরবান। **ফোন** : ০১৩১৩-৪৮৬৫২০